



Rani Dhanya Kumari College

Jaganj • Murshidabad

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE



PRESENTED BY SURAJ SAIKH

B.A, SEMESTER-1

POL-M-T-1: : UNDERSTANDING POLITICAL THEORY: CONCEPTS

CORE COURSE

Unit 2: Key concept 1: State; Nation; Sovereignty(Monistic and Pluralistic);
Power and Authority---types and linkages;

PRESENTED BY SURAJ SAIKH



রাষ্ট্র: ধারণা, সংজ্ঞা ও উপাদান

রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধ্যয়নের একটি মৌলিক ভিত্তি হলো 'রাষ্ট্র' নামক ধারণাটি। এই উপস্থাপনটি রাষ্ট্র কী, এর ঐতিহাসিক বিবর্তন, বিভিন্ন চিন্তাবিদদের দৃষ্টিকোণ এবং এর অপরিহার্য উপাদানসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবে। রাষ্ট্র নামক এই প্রাচীন প্রতিষ্ঠানটির জটিলতাকে সহজভাবে উন্মোচন করাই আমাদের লক্ষ্য।



রাষ্ট্রের উৎপত্তি: একটি ঐতিহাসিক অনুসন্ধান

শব্দ ও ধারণার বিবর্তন

'রাষ্ট্র' (State) শব্দটি ষোড়শ শতকের ইতালীয় চিন্তাবিদ নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি ১৫১৩ সালে তাঁর *The Prince* গ্রন্থে প্রথম ব্যবহার করেন। এর আগে, রাষ্ট্র নামক প্রতিষ্ঠানটি ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল।

- প্রাচীন গ্রিকরা একে বলতেন Polis (নগর-রাষ্ট্র)।
- রোমানরা বলতেন Civitas।

এই প্রাচীন ধারণাগুলো মূলত ছোট আকারের নগর-রাষ্ট্রকে নির্দেশ করত, যা আধুনিক বৃহৎ রাষ্ট্রের থেকে ভিন্ন ছিল।



রাষ্ট্রের সংজ্ঞা: বৈচিত্র্য ও সারসংক্ষেপ

রাষ্ট্র নামক প্রাচীন প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। তাই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী নিজ নিজ উপলব্ধির পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। **ডেভিড ইস্টন** এর মতে, রাষ্ট্রের প্রায় ১৪৫টি সংজ্ঞা রয়েছে।



অ্যারিস্টটল

"রাষ্ট্র হল পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ
জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে সংগঠিত
কয়েকটি পরিবার ও গ্রামের সমষ্টি।"



সিসেরো

"রাষ্ট্র বহু ব্যক্তির সমষ্টি, যারা
অধিকারের সাধারণ ধারণার ভিত্তিতে
পারস্পরিক সুবিধা ও নিরাপত্তার জন্য
যুক্ত।"



বোদ্যাঁ

"রাষ্ট্র হল বিভিন্ন পরিবারের একটি
মিলিত সংস্থা, যা যুক্তি ও চরম
ক্ষমতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।"
(সার্বভৌমত্বের ধারণা)

আধুনিক ও আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ

আধুনিক যুগে রাষ্ট্রের সংজ্ঞা আরও বিস্তৃত হয়েছে, যেখানে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট এবং সমাজের জটিলতা প্রতিফলিত হয়েছে।



বর্তমান প্রেক্ষাপট

আজকের দিনে রাষ্ট্র শুধু পরিবার ও অধিকারের সমষ্টি নয়, বরং একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ও স্বশাসিত সংগঠন, যা আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে সার্বভৌম।



হল (আন্তর্জাতিক আইন বিশারদ)

"রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত, বহিঃশক্তির শাসন থেকে মুক্ত জনসমষ্টিই রাষ্ট্র।"



উদ্রো উইলসন

"রাষ্ট্র হল আইনানুযায়ী সংগঠিত নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিকারী এক জনসমষ্টি।"

এই সংজ্ঞাগুলো রাষ্ট্রের আইনগত ভিত্তি এবং আন্তর্জাতিক বৈধতার উপর জোর দেয়।

ক্ষমতা, শৃঙ্খলা ও কর্তৃত্ব: ম্যাকাইভার থেকে গার্নার

বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রের কার্যকারিতা ও সমাজের উপর এর প্রভাবের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

ম্যাকাইভার (R. M. MacIver): রাষ্ট্র হলো একটি সংগঠন, যেখানে ক্ষমতাসম্পন্ন সরকার থাকে। সেই সরকার নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের মাধ্যমে শৃঙ্খলা বজায় রাখে।

লাস্কি (H. J. Laski): রাষ্ট্র হলো নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে জনসমষ্টির এক সংগঠন, যা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল। তবে রাষ্ট্র সর্বোচ্চ ক্ষমতার দাবিদার।

গার্নার (Garner): রাষ্ট্র হলো একটি রাজনৈতিক সংগঠন। এটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনসমষ্টি বা সমাজের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখে এবং সুসংগঠিত সরকার দ্বারা পরিচালিত হয়। নাগরিকরা সরকারের কর্তৃত্ব স্বেচ্ছায় মেনে নেয়।

ওপেনহাইম (L. Oppenheim): যখন কোনো জনগোষ্ঠী নিজেদের স্বাধীন সরকার গঠন করে এবং নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাস করে, তখনই তাকে রাষ্ট্র বলা যায়।

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

রাষ্ট্রের ধারণাকে আরও গভীর করতে, আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং মার্কসবাদী চিন্তাবিদরা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এর বিশ্লেষণ করেছেন।

রাজনৈতিক ব্যবস্থা

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্রকে শুধু আইনগত সংগঠন হিসেবে দেখেন না। তারা **রাজনৈতিক ব্যবস্থা (Political system)** শব্দটি ব্যবহার করেন, যার মধ্যে সমাজের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক কার্যকলাপ, প্রতিষ্ঠান, সম্পর্ক, প্রভাব ও প্রক্রিয়াগুলো অন্তর্ভুক্ত।

মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

মার্কসের মতে, "রাষ্ট্র হলো এক শ্রেণি কর্তৃক অপর শ্রেণিকে শোষণের হাতিয়ার।" রাষ্ট্র শ্রেণিশাসনের ফল; অর্থনৈতিক বৈষম্য ও দ্বন্দ্বের কারণে রাষ্ট্র সৃষ্টি হয় এবং শোষক শ্রেণি তাদের আধিপত্য কায়েম রাখার জন্য রাষ্ট্রকে ব্যবহার করে।

রাষ্ট্রের অপরিহার্য উপাদানসমূহ

অধ্যাপক গার্নার রাষ্ট্রের চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্য বা উপাদানের উল্লেখ করেছেন। এই চারটি উপাদানের কোনো একটির অভাব ঘটলে সেই সংগঠনকে রাষ্ট্র বলা যাবে না।



জনসমষ্টি (Population)

রাষ্ট্র গঠনের প্রধান উপাদান হলো মানুষ। নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী মানুষের সমষ্টি ছাড়া রাষ্ট্রের অস্তিত্ব হয় না। জনসংখ্যার আকার যতই হোক না কেন, মানুষের উপস্থিতি অপরিহার্য।



নির্দিষ্ট ভূখণ্ড (Definite Territory)

রাষ্ট্রকে অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে গড়ে উঠতে হয়। সীমানার ভেতরেই রাষ্ট্রের আইন ও শাসন কার্যকর হয়। ভূখণ্ড ছাড়া রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।



সরকার (Government)

রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য একটি সংগঠিত সরকার প্রয়োজন। সরকার আইন প্রণয়ন, আইন প্রয়োগ ও বিচার কার্য সম্পাদন করে। এটি রাষ্ট্রের প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কাঠামো।



সার্বভৌমত্ব (Sovereignty)

সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ও স্বাধীন ক্ষমতা। রাষ্ট্র অভ্যন্তরে সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব এবং বহির্বিশ্বে স্বাধীনতা ভোগ করে। এটি রাষ্ট্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্য, যা তাকে অন্যান্য সংগঠন থেকে আলাদা করে।

সহায়ক বা গৌণ উপাদানসমূহ

সাম্প্রতিককালে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে উপরের উপাদানগুলো ছাড়াও আরও তিনটি উপাদানের সংযোজন করেছেন, যা রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও কার্যকারিতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

স্থায়িত্ব (Permanence)

রাষ্ট্রের অস্তিত্ব সাময়িক হলে তাকে রাষ্ট্র বলা যায় না। রাষ্ট্র দীর্ঘমেয়াদি ও স্থায়ী একটি প্রতিষ্ঠান। সরকার পরিবর্তনশীল হলেও রাষ্ট্র টিকে থাকে।



অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বীকৃতি

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে রাষ্ট্র হিসেবে কার্যকর হতে হলে অন্য রাষ্ট্রগুলোর স্বীকৃতি দরকার (যেমন: জাতিসংঘে সদস্যপদ লাভ)। এটি রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক বৈধতা প্রতিষ্ঠা করে।



জাতীয়তাবাদ (Nationalism)

রাষ্ট্রের জনগণকে একটি অভিন্ন পরিচয়ে একত্রিত করে। জাতীয়তাবাদ রাষ্ট্রের ঐক্য, স্থিতি ও স্থায়িত্ব বজায় রাখে। জনগণের মধ্যে জাতীয় চেতনা না থাকলে রাষ্ট্র দুর্বল হয়ে যায়।



রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য: একটি বিশ্লেষণ

গার্নার বর্ণিত চারটি মৌলিক উপাদানের সমন্বয়েই একটি রাষ্ট্র গঠিত হয়। জনসমষ্টি ছাড়া মানববসতি, ভূখণ্ড ছাড়া আইনগত সীমানা, সরকার ছাড়া শাসন এবং সার্বভৌমত্ব ছাড়া অন্যান্য সংগঠন থেকে পৃথক অস্তিত্ব সম্ভব নয়। এই উপাদানগুলো সম্মিলিতভাবে রাষ্ট্রকে একটি অনন্য ও শক্তিশালী রাজনৈতিক সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

পরবর্তী আলোচনা: রাষ্ট্রের কার্যাবলি, এর প্রকারভেদ এবং বিশ্ব রাজনীতিতে এর ভূমিকা নিয়ে আমরা আরও বিস্তারিত আলোচনা করব।



রাষ্ট্রের কার্যাবলি: একটি বিস্তৃত আলোচনা

রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী ও নবীন গবেষকদের জন্য রাষ্ট্রের কার্যাবলি সম্পর্কে একটি গভীর ও তথ্যবহুল আলোচনা। রাষ্ট্রের মৌলিক ভূমিকা থেকে শুরু করে এর আধুনিক কল্যাণমূলক দিকগুলো এখানে তুলে ধরা হয়েছে।



রাষ্ট্রের অপরিহার্য ভূমিকা

রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও স্থিতিশীলতার জন্য কিছু কার্যাবলি অপরিহার্য, যা প্রাথমিক বা আবশ্যিক কার্যাবলি নামে পরিচিত।

1

আইনশৃঙ্খলা রক্ষা

সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা এবং বিশৃঙ্খলা রোধ করা রাষ্ট্রের প্রাথমিক দায়িত্ব।

2

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা

বহিরাগত আক্রমণ থেকে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা এবং নাগরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কাজ।

3

বিচার ব্যবস্থা

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, বিরোধ নিষ্পত্তি এবং নাগরিকদের ন্যায়বিচার প্রদান করা রাষ্ট্রের মৌলিক কাজ।

4

কর আদায়

রাষ্ট্রের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য নিয়মিত ও সুষ্ঠুভাবে রাজস্ব সংগ্রহ করা অপরিহার্য।



ঐচ্ছিক ও কল্যাণমূলক কার্যাবলি

আধুনিক রাষ্ট্র কেবল মৌলিক কার্যাবলিতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং জনগণের চাহিদা ও সময়ের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন ঐচ্ছিক ও কল্যাণমূলক কাজও সম্পাদন করে।

ঐচ্ছিক কার্যাবলি

এই কাজগুলো রাষ্ট্রের সরাসরি অস্তিত্বের সাথে জড়িত না থাকলেও, নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

- **শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান:** বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতাল স্থাপন।
- **যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়ন:** রাস্তা, রেলপথ, বন্দর, বিমানবন্দর নির্মাণ।
- **বাণিজ্য ও শিল্প উন্নয়ন:** অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজার সম্প্রসারণ।

কল্যাণমূলক কার্যাবলি

একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র নাগরিকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

- **দারিদ্র্য দূরীকরণ:** সামাজিক নিরাপত্তা, ভাতা ও রেশন ব্যবস্থা।
- **কর্মসংস্থান সৃষ্টি:** সরকারি প্রকল্প ও শিল্পের মাধ্যমে সুযোগ সৃষ্টি।
- **পরিবেশ সংরক্ষণ:** প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ রক্ষা।

ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰকাৰভেদ

ৰাষ্ট্ৰকে বিভিন্ন শাসনতান্ত্ৰিক, সাৰ্বভৌমত্ব, অৰ্থনৈতিক ও ভৌগোলিক-ৰাজনৈতিক কাঠামোৰ ভিত্তিতে বিভক্ত কৰা যায়।

শাসনব্যবস্থা	ৰাজতান্ত্ৰিক	শাসনক্ষমতা ৰাজা/ৰানীৰ হাতে সৌদি আৰব	
শাসনব্যবস্থা	গণতান্ত্ৰিক	জনগণেৰে ভোটৰে সরকার গঠিত ভাৰত, যুক্তৰাষ্ট্ৰ	
সাৰ্বভৌমত্ব	সাৰ্বভৌম	সম্পূৰ্ণ স্বাধীন	ফ্ৰান্স
সাৰ্বভৌমত্ব	আধা-সাৰ্বভৌম	সীমিত স্বাধীনতা	মোনেকো
অৰ্থনৈতিক ব্যবস্থা	পুঁজিবাদী	বেসৰকাৰি মালিকানা	যুক্তৰাষ্ট্ৰ
অৰ্থনৈতিক ব্যবস্থা	সমাজতান্ত্ৰিক	ৰাষ্ট্ৰীয় নিয়ন্ত্ৰণ	ভিয়েতনাম
ৰাজনৈতিক কাঠামো	একক	কেন্দ্ৰীয় সরকার শক্তিশালী	ফ্ৰান্স
ৰাজনৈতিক কাঠামো	ফেডাৰেল	ক্ষমতা কেন্দ্ৰ ও ৰাজ্যেৰ মध्ये বিভক্ত	



বিশ্ব রাজনীতিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা

রাষ্ট্র শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ শাসনে সীমাবদ্ধ নয়; বিশ্ব শান্তি, উন্নয়ন এবং সহযোগিতায় এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।



আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা

জাতিসংঘের মতো আন্তর্জাতিক সংগঠনের মাধ্যমে রাষ্ট্রগুলো যুদ্ধ প্রতিরোধ এবং বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠায় কাজ করে।



অর্থনৈতিক সহযোগিতা

WTO, IMF, এবং বিশ্বব্যাংকের মতো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে রাষ্ট্রগুলো বিশ্ব বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং উন্নয়নে অবদান রাখে।



পরিবেশ ও টেকসই উন্নয়ন

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) অর্জনে রাষ্ট্রগুলোর অংশগ্রহণ অপরিহার্য।



কূটনীতি ও বৈদেশিক নীতি

রাষ্ট্রসমূহ পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন, চুক্তি স্বাক্ষর এবং আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে বৈশ্বিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখে।



মানবাধিকার রক্ষা

UNHRC এবং আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে রাষ্ট্রগুলো মানবাধিকারের প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়।



শক্তির ভারসাম্য

রাষ্ট্রগুলো বিভিন্ন জোট (যেমন NATO, BRICS) গঠনের মাধ্যমে বৈশ্বিক শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখে, যাতে কোনো একক রাষ্ট্র অত্যধিক শক্তিশালী না হয়ে ওঠে।

উপসংহার ও ভবিষ্যৎ আলোচনা

মূল শিক্ষণীয় বিষয় ও পরবর্তী পদক্ষেপ

রাষ্ট্রের ধারণা, এর ঐতিহাসিক বিকাশ এবং অপরিহার্য উপাদানগুলো
রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধ্যয়নের ভিত্তি স্থাপন করে। প্রতিটি সংজ্ঞা এবং উপাদান রাষ্ট্রের
একটি নির্দিষ্ট দিককে তুলে ধরে, যা এর জটিল প্রকৃতিকে বুঝতে সাহায্য করে।

এই আলোচনাটি রাষ্ট্র সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞানকে সুসংহত করবে এবং
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আরও গভীরে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত করবে।



